তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

তথ্য অধিকার আইন কী এবং কেন ?

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সনের ০১ জুলাই থেকে সরকারিভাবে কার্যকর হয়েছে। তথ্য আইনের মাধ্যমে জনগণ সরকারের কাছ থেকে সরকারের কর্মকান্ড সংক্রান্ত- এমন সব তথ্য চাইতে পারে, যা সরকার আগে জনগণের কাছ থেকে গোপন রাখত। এখন তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সেসব তথ্য জনগণের জানার অধিকারের আওতায় আনা হয়েছে। আর তা জেনে জনগণ নিজেদের অধিকার যেমন নিশ্চিত করতে পারে, তেমনি সরকারি কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য কী ?

সহজভাবে বলতে গেলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ - এর উদ্দেশ্য সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (যারা বিদেশী বা সরকারি অনুদান পেয়ে থাকে) কাছে তথ্য আবেদনের মাধ্যমে তাদের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। জনগণকে তথ্য পেতে সহায়তা করা। তথ্য পেয়ে তা কাজে লাগানোর মাধ্যমে বিভিন্ন অনিয়ম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা। সরকার পরিচালনার জন্যে জনগণ যে কর প্রদান করে, তা কীভাবে ব্যয় হয়ে থাকে তা জানা। সরকার থেকে জনগণের জন্যে "সেফটিনেট কর্মসূচীর" মাধ্যমে যেসব সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে তা সঠিক ব্যক্তি যাতে পায় তা নিশ্চিত করা।

'তথ্য' বলতে কী বোঝায় ?

সহজ ভাষায় বলতে গেলে সরকার যেসব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি ক'রে সিদ্ধান্ত - নেয় তার বিবরণ এবং সরকারি কাজে যেসব দলিলপত্র ব্যবহার হয়, সরকারি কাজের মাধ্যমে যেসব দলিল, চিঠি, ফাইল ইত্যাদি তৈরী হয়, তা সবই তথ্য। যেমন, সরকারি সব প্রতিষ্ঠানের গঠনপ্রণালী, ব্যবস্থাপনা কাঠামো, অফিসের কাগজপত্র, ফাইল, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, চিঠি, রিপোর্ট, খরচের হিসেব, প্রকল্প প্রস্তাব, ছবি, ফিল্ম ইত্যাদি সব কিছুই তথ্য। তাই দেখা যাচ্ছে যে তথ্য আইনের দৃষ্টিতে 'তথ্য' ও সাধারণ অর্থে 'তথ্যের' মানে এক না। সাধারণ অর্থে 'তথ্য' বলতে আমরা সবরকম প্রকাশিত খবর, সংবাদ, সমাচার, বিবরণ, বৃত্তান্ত, প্রতিবেদন ইত্যাদি বুঝি। আর তথ্য অধিকার আইনের অর্থে 'তথ্য' হচ্ছে সরকারের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত অপ্রকাশিত সব তথ্যাদি। [ধারা ২(চ)]

'কর্তৃপক্ষ' বলতে কি বোঝায় ?

- সরকারের সব মন্ত্রণালয় সমূহ।
- 'তথ্য প্রদানকারী ইউনিট' অর্থাৎ সরকারের কোন মন্ত্রণালয় বিভাগ বা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত বা অধীনস্ত কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা কার্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদ।
- আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।
- বিদেশী বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এনজিও সমূহ।

আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষ হচ্ছে জনগণের পয়সায় পরিচালিত হয় যেসব সরকারি অফিস-আদালত এবং বিদেশী এবং সরকারি অর্থে পরিচালিত হয় যেসব বেসরকারি সংগঠন । এই আইনে এসব কর্তৃপক্ষ জনগণের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য দিতে বাধ্য। আইনে বলা হয়েছে, দেশের প্রত্যেক নাগরিক এসব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আইনে উল্লেখ করা কিছু বিশেষ ধরনের তথ্য ছাড়া অন্যসব তথ্য পাবার অধিকারী। তবে, ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার কর্তৃপক্ষ বা সরকারি বা বিদেশী অর্থ দ্বারা পরিচালিত নয় এমন এনজিও এই সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না । [ধারা ২(খ)]

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাকে বলে?

আইন অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের অফিসে একজন করে কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে যার কাছে জনগণ তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে পারবে। এইসব কর্মকর্তাকে "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" নাম দেয়া হয়েছে। [ধারা ১০]

কোন ধরনের তথ্য জানতে চাওয়া যাবে না?

বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষতিসাধন করতে পারে; অন্য কোন দেশ বা আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষতি করতে পারে; কোন তথ্য প্রকাশের ফলে অন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে; কোন তথ্য প্রকাশের ফলে আইনের প্রয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এই ধরনের তথ্য সরকার/কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে দিতে বাধ্য হবে না। মোটকথা যেসব তথ্য প্রকাশের ফলে দেশ বা দশের ক্ষতি হতে পারে বা কোন ব্যক্তির মানবাধিকার লঙ্ঘন হতে পারে এরকম তথ্য কোন কর্তৃপক্ষ কাউকে দিতে বাধ্য নয়। [ধারা ৭]

কোন কোন কর্তৃপক্ষ এই আইনের আওতাভুক্ত নয়?

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কাজে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে না। এদের মধ্যে এনএসআই, ডিজিএফআই, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিট, সিআইডি, এসএসএফ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, র‍্যাবের গোয়েন্দা সেল, রাজস্ববোর্ডের গোয়েন্দা সেল অন্তর্ভুক্ত। [ধারা ৩২]

তথ্য পেতে হলে একজন নাগরিককে কী করতে হবে ?

কেউ কোন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন তথ্য জানতে চাইলে তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। ই-মেইলের মাধ্যমেও এই আবেদন পাঠানো যাবে। আবেদনপত্রে আবেদনকারীর নাম ঠিকানা এবং যে তথ্যের জন্য আবেদন করা হচ্ছে তার সঠিক বর্ণনা, কিভাবে আবেদনকারী সে তথ্য গ্রহণ করবে অর্থাৎ ফাইল দেখার মাধ্যমে, না কি ফাইলের অনুলিপি নিয়ে, নোট নিয়ে, বা অন্য কোন উপায়ে নেবেন তা জানাতে হবে। আবেদন করতে হবে সরকার নির্ধারিত ফর্মের মাধ্যমে। [ধারা ৮(১)]

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কীভাবে তথ্য প্রদান করবেন ?

বাংলাদেশের কোন নাগরিকের কাছ থেকে তথ্যের জন্যে অনুরোধ পাবার ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সে তথ্য সরবরাহ করতে হবে। তবে যে তথ্য চাওয়া হয়েছে তা যদি অন্য কোন ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যোগাড় করতে হয় তাহলে এই সময় পাবে ৩০ কার্যদিবস পর্যন্ত। যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকৃত তথ্য না দিতে পারে তাহলে কারণ উল্লেখ করে আবেদন পাবার ১০ কার্যদিবসের মধ্যে তা আবেদনকারীকে জানাতে হবে। [ধারা ৯]

আবেদনকৃত তথ্য না পেলে কার কাছে আপিল করতে হবে ?

কোন ব্যক্তি সময়মত তথ্য না পেলে অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদন পাননি বা আবেদন হারিয়ে গেছে বলে জানালে বা তাঁর দেয়া কোন সিদ্ধান্তে খুশি না হলে তিনি পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে যে কর্তৃপক্ষের (ইউনিটের) কাছে তথ্য চাওয়া হয়েছিল সেই ইউনিটের ঠিক ওপরের কার্যালয়ে নিযুক্ত আপিল কর্মকর্তার কাছে আপিল করতে পারবেন। আপিল আবেদনে মূল আবেদনপত্রের কপি ও তার সঙ্গে কোন সংযুক্তি থাকলে তা সংযুক্ত করে দিতে হবে। [ধারা ২(ক)]

তথ্য কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কী ?

তথ্য আইন ঠিকমত প্রয়োগ হচ্ছে কি না তার তদারকি এবং আইন অমান্য করা হলে তার প্রতিবিধানের জন্য একটি তথ্য

কমিশন স্থাপন করা হয়েছে। কমিশন জনগণের কাছ থেকে এই আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকলে যেমন, সময়মত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা, আবেদনপত্র গ্রহণ না করা, সময়মত জবাব বা তথ্য না দেয়া, অযৌক্তিক মূল্য দাবী করা, অসম্পূর্ণ, ভ্রান্ত বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা ইত্যাদি - তা গ্রহণ ক'রে সে ব্যাপারে অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবে। বর্তমানে একজন প্রধান তথ্য কমিশনার এবং ২ জন তথ্য কমিশনার সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। [ধারা ১৩]

তথ্য কমিশনের ভূমিকা কী ?

কোন ব্যক্তি সময়মত আপিলের রায় না পেলে বা তার কাছে আপিলের রায় সন্তোষজনক মনে না হলে তিনি সরাসরি তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগ করতে পারবেন। আইনে কি কি কারণে এই অভিযোগ করা যাবে তার উল্লেখ আছে। তথ্য কমিশন এক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারে। যেমন, কমিশন অভিযোগ খারিজ করতে পারে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নতুনভাবে পদক্ষেপ নিতে বলতে পারে। এছাড়াও কমিশন যদি মনে করে যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইন অমান্য করেছেন তাহলে তাঁকে জরিমানা করতে পারবে। কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান বা এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত জানাতে না পারলে কিংবা ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করলে কিংবা তথ্য প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তথ্য কমিশন তাকে তথ্য দেবার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমার পর থেকে প্রতিদিন ৫০ টাকা করে অনধিক ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করতে পারবে। **[ধারা ২৫ এবং ধারা ২৭]**

তথ্য কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল করা যাবে কী ?

তথ্য কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কেউ কোন আদালতে আপিল করতে পারবে না। তথ্য কমিশন কোন ব্যক্তিকে সমনজারী করে, কমিশনের সামনে হাজির হবার জন্যে বাধ্য ক'রে, তথ্য-প্রমাণ, দলিলপত্র, সাক্ষ্য ইত্যাদি তলব করতে পারবে। অর্থাৎ তথ্য কমিশনকে একটি দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তবে সংবিধানের ১০২ ধারা অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করতে পারবে। **[ধারা ২৯]**

কোন্ তথ্য জানতে চাইতে পারেন তার কিছু নমুনা

- আপনার এলাকায় সরকারী খাস জমির পরিমাণ কত এবং কোন জমি খাস জমি? আপনার এলাকায় সরকারি ত্রাণ বরাদ্দের পরিমাণ কত? কারা ত্রাণ পাবে তাদের নামের তালিকা?
- সরকারের ১০০ দিনের কর্মসূচীতে কাদের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। প্রতি ইউনিয়নে ভিজিডি, ভিজিএফ কার্ড বরাদ্দের পরিমাণ কত।
- উপজেলা হাসপাতালের আউটডোরের ডাক্তার দিনে কতক্ষণ পর্যন্ত রোগী দেখেন। হাসপাতালে বিনামূল্যে ওষুধ পাবার সরকারী নিয়মাবলী।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, জীবিকা, কৃষি, রাস্তা-ঘাট-ব্রীজ তৈরী বা মেরামত, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে জনগণ সরকারের কাছ থেকে সঠিক তথ্য আদায় করতে পারলে তারা নিজেরা যেমন উপকৃত হবে, তেমনি তার ফলে সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহও তাদের কাজে স্বচ্ছতা, সততা ও জবাবদিহিতা স্থাপন করতে উদ্যোগী হবে।

অনেক তথ্য জনগণ আগে জানতে চেষ্টা ক'রে বিফল হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানতে দেয়নি, বলেছে নিয়ম নেই। এখন সময় বদলেছে। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সকল কর্তৃপক্ষ এখন জনগণকে তথ্য দিতে বাধ্য। তাই আজই আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে লিখুন। আপনিই পারেন এই আইনকে কার্যকর করতে।

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আরও জানতে যোগাযোগ করুন:

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)

বাড়ি # ১০৪, রোড # ২৫, ব্লক-এ,
বনানী, ঢাকা - ১২১৩।
ফোন # ৮৮০-২-৯৮৪০৮৩০-১
E-mail : rib@citech-bd.com, Webside :www.rib-rtibangladesh.org

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯
বাংলাদেশ

সরকারের কাছ থেকে তথ্য জানুন
সরকারের কাজে স্বচ্ছতা আনুন

জনগণকে শাসন করে অন্যসব আইন,
সরকারকে শাসন করে তথ্য আইন

সরকার কীভাবে দেশ চালায়
তা জানতে চাওয়া জনগণের মৌলিক অধিকার

সরকার চলে জনগণের টাকায়,
তাই
জনগণ সরকারের কাছে হিসাব চায়